পল্লীসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি

উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার গোড়াতেই কয়েকটা তাত্ত্বিক সংজ্ঞা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজি পরিভাষার সঠিক প্রয়োগে, পল্লী সংস্কৃতিকে folk-culture বলে অভিহিত করা যায়, নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে popular culture, ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা নির্ভরশীল প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত জনসংস্কৃতিকে mass culture বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, এই তিনটি স্বতন্ত্র অভিধা বড়ো এলোমেলো ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের কিছু আধুনিক গবেষকদের লেখায় বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে— popular culture, এই অভিধাটি এমন যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে সমস্ত বিষয়টা ঘোলাটে করে দিয়ে লোকসংস্কৃতির বিশেষ নাগরিক আর্থ-সামাজিক ও শ্রেণি সচেতন চরিত্রটাকেই অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। একটা অরাজনৈতিক ও অনৈতিহাসিক

Scanned with CamScanner

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইসব গবেষকেরা popular culture-এর সংজ্ঞাটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন এক ঢাউস বস্তা বানাতে চান যে তার মধ্যে কৃষকের পল্লীগীতি ও Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger-এর রাজনৈতিক প্রতিবাদের গান থেকে শুরু করে বাজারে সর্বাধিক বিক্রীত সস্তারুচির সাময়িক পত্রিকা (যা pulp magazine নামে পরিচিত) বা যৌনাত্মক ও উত্তেজনাপূর্ণ খুন-খারাপির চলচ্চিত্র, এমনকি fast food পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এঁদের যুক্তি—যেহেতু এ সব-ই ও শহরের মেহনতি মানুষ-এর খরিদ্দার, দর্শক, শ্রোতা ও পাঠক, এগুলিকে এক-ই পঙ্‌ক্তিতে ফেলে 'লোকসংস্কৃতি' বলে অভিহিত করা উচিত।[৮]

এ দেশেও আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময়-ই শুনতে পাই—শহরের সিনেমা হলগুলিতে বোম্বাই মার্কা হিন্দি ফিল্ম ও টালিগঞ্জে নির্মিত তার বাংলা সংস্করণ দেখবার জন্য শহরের নিম্নবর্গের মানুষেরাই বেশি ভিড় করেন, এবং তাঁদের জন্যই এ-সব ছবির কাটতি বেশি। উত্তর কলকাতার কিছু রঙ্গমঞ্চে 'যাত্রা' নামাঙ্কিত এক ধরনের নাচগানপূর্ণ অভিনয়-ও লোকে ভিড় করে দেখে। এ সব লক্ষ করে অনেকেই বলেন—এগুলি যখন এত জনপ্রিয়, তাহলে একে 'লোকসংস্কৃতি' বলব না কেন?

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আমাদের গ্রামাঞ্চলে কৃষকের গাওয়া পল্লীগীতি থেকে উনিশ শতকের কলকাতায় রচিত লোকগীতির যেমন একটা চারিত্রিক পার্থক্য আছে তেমনি এক-ই শহরে নির্মিত হলেও, নাগরিক লোকসংস্কৃতি থেকে সিনেমা, বা টিভি-তে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের-ও (তা যতই জনপ্রিয় হোক) একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। শুরুতেই মনে রাখা দরকার আধুনিক জনসংস্কৃতির এই সৃষ্টিকর্মগুলি মূলত যন্ত্র নির্ভরশীল। এমনকি, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত তথাকথিত 'যাত্রা'তেও আলোক-সম্পাত ও audio-cassette-এ পরিবেশিত আবহসঙ্গীত যে প্রযুক্তির শরণাপন্ন, তা পুরোনো কলকাতার লোকসংস্কৃতির কলাকৌশল থেকে বহুদূরাবস্থিত।

তাই ঐতিহাসিক ও সমাজসচেতনতার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বিচার করলে পল্লী-সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি—এই তিনটি ভিন্ন ধারার স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম তারতম্য যে-কোনো সংবেদনশীল পর্যবেক্ষকেরই চোখে পড়বে। পল্লীসংস্কৃতি—এই নামেই সূচিত হচ্ছে এর উৎসস্থল। গ্রামীণ মানুষের সৃষ্ট সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য-গীতি, প্রমোদানুষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্রত, শিল্পকলা, ইত্যাদি সবই পল্লীসংস্কৃতির আওতায় পড়ে। মুখে মুখে লোকপরম্পরায় এ সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় বলেই একে oral culture বা কথ্য-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার oral culture-এর অন্য ধারা, অর্থাৎ বেদের মতো শ্রুতি, বা মনু

Scanned with CamScanner

প্রভৃতি রচিত ধর্মসংহিতার মতো স্মৃতিশাস্ত্রের থেকে, পল্লী সংস্কৃতির চরিত্র আলাদা। এ প্রসঙ্গে, great tradition (বা অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণির বহুদূরব্যাপী নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) ও little tradition (অর্থাৎ অখ্যাতজনের সীমিত সামাজিক পরিধির দৈনন্দিন জীবনে সৃষ্ট সংস্কৃতির লোকপরম্পরা)-এর যে পার্থক্য আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য সমালোচনায় টানা হয়, তার উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

Scanned with CamScanner